43

16 MAY 1989
পৃষ্ঠা 5 7

দৈনিক খবর

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষা ক্ষেত্রে যৌথ প্রয়াস গড়ে তোলার আহবান

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের মেয়র কর্ণেল (অবঃ) আবদুল মালেক শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের অনগ্রসরতা দূর করার লক্ষ্যে ছাত্র–শিক্ষক–অভিভাবকদের যৌথ প্রয়াস গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন।

জয়দেবপুর কাজী আজিম উদ্দীন কলেজের এক অনুষ্ঠানে গত রোববার প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।

তিনি অনেক সমস্যার মধ্যে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ বড় সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষা–দীক্ষায় পেচনে পড়ে থেকে কোন জাতি উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারেনি। এ ব্যাপারে তিনি সীমিত সম্পদের মধ্যেও শিক্ষাখাতে সরকারের সর্বোচ্চ বেশী ব্যায় বরাদ্দের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অতীতের কোন সরকার শিক্ষার প্রসারে এতটা করেনি।।

কর্ণেল মালেক জ্ঞানার্জনের জন্যে শিক্ষার্থীদের গভীর অধ্যয়নের প্রতি অনুরাগী হওয়ার আহবান জানান। এ ব্যাপারে তিনি ছাত্র–ছাত্রীদের শিক্ষা সফরের উপর গুরুত্বারোপ করে বাংলাদেশকে জানার আহবান জানান।

অসম্ভব নয় এ তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এ উদাহরণ অবশ্য বিশেষ কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এমন কোন কাজ নেই যা তদ্বিরে হয় না। আর হয় না বলেই তদ্বির পার্টি নামে একটা কথাই চালু হয়ে গেছে। সকাল বেলা সচিবালয়সহ বিভিন্ন সরকারী-আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে গেলে তদ্বির পার্টির অস্তিত্ব ঠাহর করা যায়। সকাল আটটা/ন'টা না বাজতেই ডজন ডজন লোক সচিবালয়ের গেটে ভিড় জমায়। খোঁজ-খবর নিলে দেখা যায়, এদের বেশীর ভাগই তদ্বিরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষারত। বলার অপেক্ষা করে না যে, এ প্রশাসনের একটা বিশেষ চেহারাই প্রকট করে তোলে। কাজকর্ম নিয়মমাফিক হলে এ অবস্থা সৃষ্টি হতো না। কোন কাজ সচরাচর হয় না বলেই তদ্বির করতে হয়। আর এই তদ্বির শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছে লক্ষ্মীপুরের ঘটনা এর প্রমাণ। আলোচ্য ঘটনা হতে একশ্রেণীর শিক্ষক-কর্মচারীর নৈতিকতা বিরোধী কাজেরও আভাস পাওয়া যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় বোর্ডের ভুলে এ হেন ঘটনা ঘটলে স্বয়ং শিক্ষকদেরই তা ফিরিয়ে দেয়ার কথা। কারণ নিজ স্কুলের খাতা একজন শিক্ষক দেখতে পারেন না। এতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্যায় ঘতে যেতে পারে। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে ফিরিয়ে দেয়া পরের কথা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নাকি বহু কাঠখন্ড পুড়িয়ে খাতা সংগ্রহ করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, উদ্দেশ্য যদি মহৎ হবে তা'হলে তিনি এ কাজ করতে যাবেন কেন? বোর্ডের কর্মচারীরা কি তার মুখের কথায় তুষ্ট হয়ে সহযোগিতা করেছেন, না এজন্য 'খরচা-পাতি' দিতে হয়েছে? যদি 'খরচা-পাতি' ব্যয় করা হয়ে থাকে তা'হলে কেন তিনি করেছেন। একি ব্যবসায় পুঁজি খাটানোর মত কিছু ব্যাপার?

আমরা তা বলতে চাই না। শুধু এটুকু বলতে চাই যে, নৈতিকতা বিরোধী কাজ। শিক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক নৈরাজ্য কোন্ স্তরে নিয়ে পৌঁছেছে এ একটি ঘটনাই তা বোঝার জন্য যথেষ্ট। প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, বোর্ডের চেয়ারম্যানকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি না-কি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে খোঁজ নেয়ার পরামর্শ। সন্দেহ নেই, এ এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস। এত বড় একজন পদাধিকারীর এত বড় কলঙ্কের ঘটনা এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস দুঃখজনক। আমরা মনে করি, অবিলম্বে বিষয়টি তদন্ত করা এবং কে কে এর জন্য দায়ী তা দেখা প্রয়োজন। ঐ ধরনের ঘটনা হেলায় উপেক্ষা করা যেতে পারে না। এর উপযুক্ত প্রতিকার এবং পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।